পাক্ষিক

আহমদী

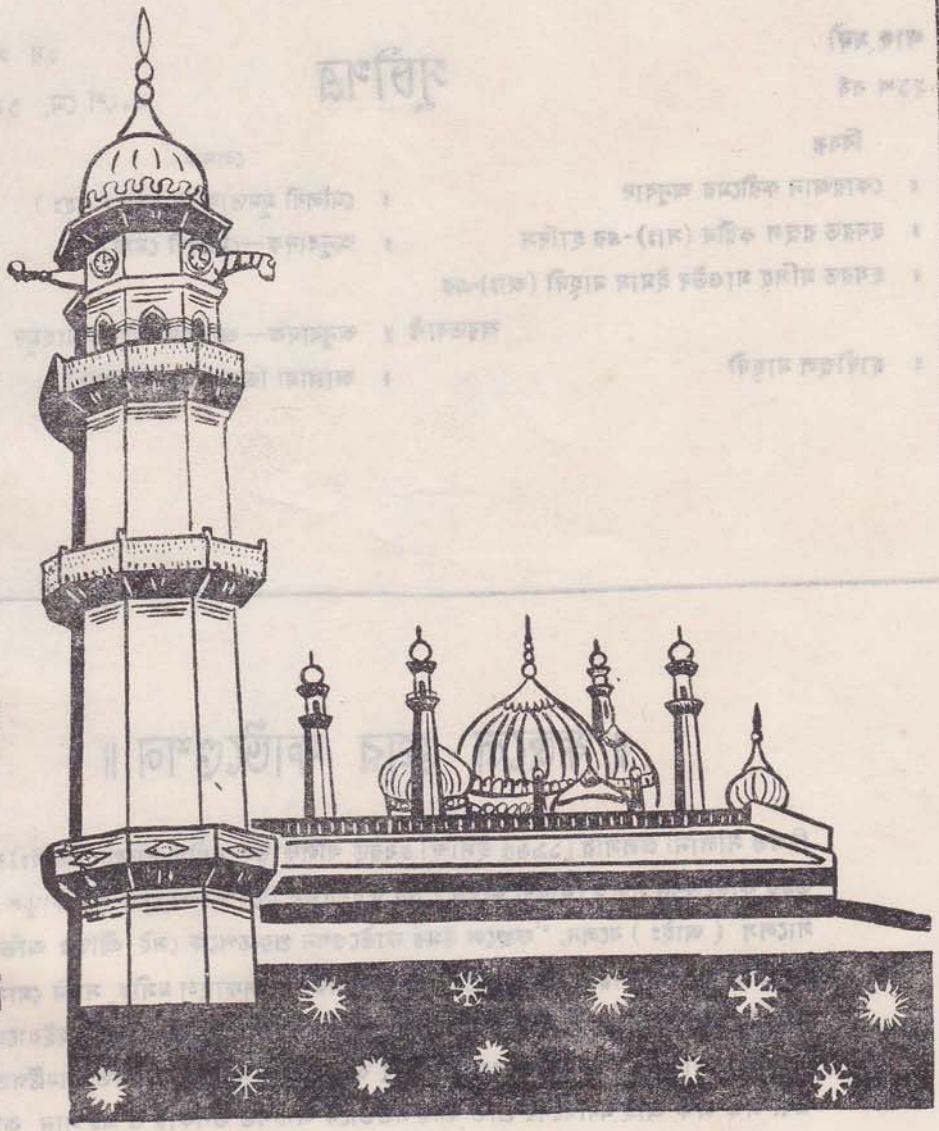

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২য় সংখ্যা
৩০শে মে, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

২য় সংখ্যা
৩০শে মে, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৩৩
হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদিস	অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	৩৫
হযরত মসিহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃতবাণী	অনুবাদক—আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩৬
হাদীসুল মাহ্‌দী	আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	৩৮

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় [১৯৬৫ ইসাব্দ] হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ--হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ৩০শে মে : ১৯৬৭ সন : ২য় সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা তৌবা

৩য় রুকু, ৮ আয়াত—১৭—২৪

১৭ ॥ মুশরিকদের শোভা পায় না যে আল্লাহর মসজিদগুলি তাহারা আবাদ রাখিবে যে অবস্থায় তাহারা নিজেদের অবিশ্বাস সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে থাকিবে। উহাদেরই ক্রিয়া-কলাপ ব্যর্থ হইয়াছে এবং উহারাই দোজখে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিবে।

১৮ ॥ শুধু তাহারাই আল্লাহর মসজিদগুলি আবাদ করিতে পারে, যাহারা আল্লাহ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, যকাত প্রদান করিয়াছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করে নাই এবং নিশ্চয় তাহারাই সুপথগামীদের পর্য্যায়ভুক্ত হইবে।

১৯ ॥ তোমরা কি হাজিদিগকে জলপান করান এবং সম্মানিত মসজিদের তত্ত্বাবধান করাকে তাহাদের কাজের পর্য্যায়ে নিয়াছ, যাহারা আল্লাহ এবং পরকালের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করিয়াছে? আল্লাহর নিকট তাহারা (উভয়দল) সমান নহে। এবং আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে পথ-প্রদর্শন করেন না।

২০ ॥ যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং দেশ ত্যাগ করিয়াছে এবং আল্লাহর পথে তাহাদের ধন ও প্রাণ দিয়া জেহাদ করিয়াছে, তাহাদের মর্য্যাদা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মহান। এবং তাহারাই সফলকাম।

২১ ॥ তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে তাঁহার অনুগ্রহ ও সন্তোষ এবং বেহেস্তের সু-সংবাদ দিতেছেন। উহাতে তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামত রহিয়াছে।

২২ ॥ উহাতে তাহারা সদাকাল বাস করিবে। নিশ্চয় আল্লাহরই নিকট মহাপুরস্কার আছে।

২৩ ॥ হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের মাতাপিতাকে ও ভ্রাতাগণকে বন্ধু বলিয়া গ্রহন করিও না যদি তাহারা ঈমানের চেয়ে অবিশ্বাসকে পছন্দ করে। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা তাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করে তাহারাই সীমালঙ্ঘনকারী

২৪ ॥ (হে মুহাম্মদ) তুমি বল—যদি তোমাদের পিতাগণ, সন্তানগণ, ভ্রাতাগণ, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজনগণ, এবং যে সমস্ত সম্পদ তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং যে বানিজ্যের ভাটাকে তোমরা ভয় কর এবং যে সকল বাসগৃহকে তোমরা পছন্দ কর (এই সকল) আল্লাহ, তাঁহার রসুল এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার চেয়ে তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয় তবে, তোমরা অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁহার আদেশ পাঠান। এবং আল্লাহ পাপাচারী জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না। (ক্রমশঃ)

★

॥ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদিস ॥

১। ওয়াবেসা বিন মা'বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেনঃ হে ওয়াবেসা! তুমি আমাকে পুণ্য এবং পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ।

আমি (ওয়াবেসা) বলিলাম, 'হাঁ'! (তখন) তিনি তাঁহার হাতের আঙ্গুলগুলি সংযুক্ত করিলেন এবং বুকের উপর স্থাপন করিয়া তিন বার বলিলেন, 'তোমার মনের নিকট মীমাংসা চাও, তোমার হৃদয়ের নিকট মীমাংসা চাও। পুণ্য উহা যাহাতে মনের প্রশান্তি, পুণ্য উহা যাহাতে হৃদয়ের প্রশান্তি এবং পাপ উহা যাহা মনে সন্দেহের উদ্রেক করে ও চিত্ত চাঞ্চল্য আনে, যদিও অন্যেরা তোমাকে নির্দেশ দিতে থাকে। (মেশ্‌কাত)।

২। মোয়ায (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) তাঁহাকে দশটি উপদেশ দেন। যথাঃ—

(১) আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না, যদিও তাহারা তোমাকে হত্যা করে বা আগুনে পোড়াইয়া ফেলে (২) পিতামাতার অবাধ্য হইও না, যদিও তাহারা তোমাকে পরিবার ও সম্পত্তি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদেশ দেয়। (৩) ইচ্ছাকৃত ভাবে ফরয নামায পরিত্যাগ করিও না, কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া ফরয নামায পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্‌র দায়িত্ব তাহার উপর হইতে চলিয়া যায়। (৪) মদ্য পান করিও না, কারণ উহা সকল অশ্লীল কাজের মূল। (৫) পাপ হইতে সাবধান হও, কারণ পাপের সহিত আল্লাহ্‌র ক্রোধ নামিয়া আসে। (৬) জেহাদ হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনে সাবধান হও, যদিও সকলে মরিয়া যায়। (৭) যখন মৃত্যু আসিয়া (মহামারীতে) মানুষকে গ্রাস করিতে থাকে এবং তুমি তাহাদিগের মধ্যে থাক, তুমি অবিচল থাকিও। (৮) তোমার ক্ষমতার মধ্যে তোমার পরিজনের জন্য খরচ কর এবং (৯) তাহাদিগের উপর হইতে তোমার সুশিক্ষার ছড়িকে উঠাইয়া লইও না এবং (১০) তাহাদিগের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় সঞ্চারিত কর। (মেশকাত)।

৩। জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেনঃ যখন কেহ তাহার ভ্রাতার নিকট ক্ষমা চাহে এবং সে ক্ষমা দেয় না, তখন দেয় ট্যাক্‌স না দেওয়ার ন্যায় অপরাধ তাহার উপর বর্তিবে। (মেশকাত)

অনুবাদক—মোহাম্মাদ

★

হযরত মসিহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর অমৃতবাণী

জীবিতের সংস্পর্শে থাকিবে; তাহা হইলেই আল্লাহ্র জ্যোতির বিকাশ দর্শনে সক্ষম হইবে।

স্মরণ রাখিও, আমি মানবাত্মার সংস্কারের জন্য আল্লাহ্র তরফ হইতে আসিয়াছি। যে ব্যক্তি সত্যকার-ভাবে আমার নিকটে আসে, তাহাকে তাহার যোগ্যতানুসারে একটি ফজলের অধিকারী করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি হাল্কা ও ভাসা ভাসা ভাবে বয়েত করিয়া চলিয়া যায়, অতঃপর তাহার সন্ধান পর্যন্তও পাওয়া যায় না যে সে কোথায় আছে বা কি করে, এরূপ ব্যক্তির জন্য কিছুই অবধারিত নাই। সে যেমন শূণ্য হস্তে আসিয়াছিল, তেমনই শূণ্য হস্তে গমন করে। সেই নির্ধারিত ফজল ও বরকত পাওয়া যায় সংস্পর্শে থাকিলে। সাহাবীগণ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালামের সংসর্গে রহিয়াছিলেন। অবশেষে উহার এই ফল দাঁড়াইয়াছিল যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে বলিতেছেন যে, اللّٰہ اللّٰہ فی اصحابی আমার সাহাবীরা যেন খোদার রূপে (রঙীন) হইয়া গিয়াছে। দূরে বসিয়া থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে এ মর্যাদা লাভ কখনও সম্ভবপর হইত না। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—খোদার নৈকট্য খোদার বিশিষ্ট প্রিয় ব্যক্তিদের সন্নিধানে থাকিয়া লাভ হয়। খোদাতা'লার বাণী—

كونوا مع الصادقين এ বিষয়ের সাক্ষ্য বহন করে। মোট কথা, জীবিতের সংস্পর্শে থাকিবে, তাহা হইলেই আল্লাহ্র জ্যোতির বিকাশ দর্শনে সক্ষম হইবে।"

(আল-হাকাম, ২৪শে জুলাই ১৯০২ ইঃ)

অনুবাদক—আহমদ সাদেক মাহমুদ—

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে

৫ই মার্চ, ১৯০৮ ইসাব্দ

প্রভাত ভ্রমণের সময়

মৌলবী আবু রহমত সাহেব হযরত আকদাস মসিহ মওউদ (আঃ)-এর সমীপে নিবেদন করিলেন, "হুজুর! মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের বাণী হইতে তাঁহার ধর্মকে যেভাবে বুঝা যায়, উহা বর্তমান যুগের হিন্দু ধর্ম হইতে পৃথক ছিল।"

হযরত আকদাস (আঃ) বলিলেন! ইহা সত্য কথা যে পরবর্তী যুগের লোক কালের গতিতে বুযুর্গানের শিক্ষাকে ভুলিয়া যায় এবং তাঁহাদিগের শিক্ষার মধ্যে অনেক রদবদল করিয়া ফেলে। কালের চক্রে তাঁহাদিগের মূল শিক্ষার উপর শত শত পর্দা পড়িয়া যায় এবং প্রকৃত অবস্থা দুনিয়ার দৃষ্টি হইতে ঢাকা পড়িয়া যায়। ইহাই সত্য কথা যে তাঁহার ধর্ম বর্তমান হিন্দুদের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং খাঁটী তৌহীদের উপর স্থাপিত ছিল।

হযরত আকদাস (আঃ) তখন তাঁহার দুইটি ইলহাম বর্ণনা করেন।

(১) হে কৃষ্ণ রুদ্র গোপাল! তোমার মহিমা গীতায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(২) আর্যগণের বাদশাহ আসিয়াছে।

একটি স্বপ্ন

হযরত আকদাস (আঃ) তাঁহার একটি স্বপ্ন বর্ণনা করিলেন ঃ—

একবার শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলাম। তিনি কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন। তাঁহার পাতলা নাক এবং প্রশস্ত ললাট ছিল। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আমার নাকের সহিত তাঁহার নাক এবং আমার ললাটের সহিত তাঁহার ললাট মিলাইলেন।

একটি ঘটনা

আরও একটি ঘটনা তিনি বর্ণনা করিলেন।

খাজা বাকীবিল্লাহ্ (রাঃ)-এর নিকট কোন এক ব্যক্তি তাহার এক স্বপ্ন বর্ণনা করে, "আমি এক আগুন

দেখিলাম। শ্রীরামচন্দ্র উহার কিনারায় দাঁড়াইয়া আছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ আগুনের ঠিক মধ্যস্থলে পড়িয়া আছেন।" উপস্থিত জনগণের মধ্যে একজন ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিল, "যেহেতু উভয়েই কাফের, সেই জন্য তাহারা আগুনে আছে। কিন্তু একজন কম কাফের, সেইজন্য সে কিনারায় আছে এবং অন্য জন শক্ত কাফের, সেইজন্য সে আগুনের পেটের মধ্যে আছে।' কিন্তু মির্যা জানজানান সাহেব, যিনি খাজা সাহেবের মুরীদ ছিলেন, বলিলেনঃ "হুজুর! এই ব্যাখ্যা ঠিক নহে।' খাজা সাহেব তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ইহার কি ব্যাখ্যা কর?' তখন মির্যা জানজানান সাহেব ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, "ঐ আগুন আল্লাহ্‌র প্রেমের আগুন ছিল। উহা দোযখের আগুন ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র প্রেম পথে ব্রতী ছিলেন। তিনি প্রেমে পূর্ণতা লাভ করেন নাই। সেইজন্য তিনি কিনারায় দৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ঐশী প্রেমে বিভোর ছিলেন। ঐশী প্রেমের অগ্নী, যাহাতে অপর সকলের প্রেম জ্বলিয়া যায়, উহাতে তিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি আগুনের গর্ভে দৃষ্ট হন।'

আর একটি ঘটনা

উক্ত বিষয় সম্বন্ধে হযরত আকদাস (আঃ) আর একটি ঘটনা বলেন।

এক দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ওলি-আল্লাহ্ একবার অযোধ্যা যান। সেখানে যাইয়া এক মসজিদে ঘুমাইয়া পড়েন। তিনি দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে সাতটি টাকা নযর দিলেন এবং বলিলেন, "আমার পক্ষ হইতে দাওত কবুল করুন।' সেই ওলি-আল্লাহ যেহেতু মুসলমান ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'তোমরা কাফের, আমি তোমাদের অর্থ গ্রহণ করি না।' উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'আপনি কি বর্তমান যুগের হিন্দুদের দ্বারা আমার অবস্থা ও বিশ্বাসের ধারণা করিতেছেন? আমি কোনভাবেই উহাদের মধ্যের নহি। বরং আমার ধর্ম তৌহীদ এবং আমি আপনাদের একান্ত নিকটবর্তী।'

এতদ্ব্যতিরেকে মহীউদ্দিন ইবনে আরবী (রহঃ) নিজ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, 'হিন্দুস্থানে এক নবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল কানাই।'

মোযাদ্দেদ আলফে সানী সাহেব (রহঃ) বলিয়াছেন, 'হিন্দুস্থানে এমন কতকগুলি কবর আছে, যেগুলিকে আমি নবীগণের কবর বলিয়া চিনি।' মোট কথা এইসব ঘটনা এবং সাক্ষ্য এবং স্বয়ং কোরআন শরীফ হইতে পরিষ্কার ভাবে সাব্যস্ত হয় যে হিন্দুস্থানেও নবী আসিয়াছিলেন। কোরআন শরীফে আছে

ان امة الا خلا فيها نذير

অর্থাৎ এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে সাবধানকারী আবির্ভূত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল নবীগণের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি খোদাতায়ালার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহার পক্ষ হইতে মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করিতে ও তৌহীদ কায়েম করিতে আসিয়াছিলেন। এতদ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা পৃথক কথা যে আমরা তাহাদের নাম জানি না।

منهم من قصصنا عليك و منهم لم نقصص عليك

অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে আমরা কতজনের নাম বলিয়াছি এবং বাকীজনের নাম বলি নাই। (কোরআন শরীফ) দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার কারণে জনগণ তাঁহাদিগের শিক্ষাকে ভুলিয়া এককে আর করিয়া তাহাদিগের নামে চালাইতে থাকে।

(মালফুযাত—দশম খণ্ড—১৪১—৪৩ পৃষ্ঠা

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

★

॥ হাদীস্থল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বরুজ তত্ত্ব

১৩নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব "এক গলতীকা এজালা" কিতাবে লিখিয়াছেন :—

بروزی طور پر میں وہی خاتم الانبیاء
ہوں۔ اور خدا نے میرا نام محمد
اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت
صلعم کا ہی وجود قرار دیا ہے

উত্তর

এই এবারতের মধ্যেও মৌলানা সাহেব বক্র দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন এবং "বরুজী তৌর পর" এই শব্দের তরজমা করিয়াছেন—"আত্মিক ভাবে"।

ہر کہ نداند و نداند کہ بداند
در جہل مرکب ابد الدہر بماند

"যে জানে না অথচ মনে করে যে, জানে, সে সদা সর্বদাই মূর্খতার ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া থাকে।"

'বরুজ' শব্দ সম্বন্ধে আমি আহলে-মারফত অলিউল্লাদের অভিমত যৎসামান্য নিয়ে উল্লেখ করিলাম :—

একতেবাছুল-আন্ওয়ার কিতাবে কুতুবুল-আলম সেখুল মাসায়েখ মোহাম্মদ আকরম ছাবেরী রহঃ লিখিয়াছেন :—

روحانیت کمال کا ہے بر ارباب
ریاضت چنان تصرف میفرماید کہ
فاعل افعال شان می گردد و این
مرتبہ را صوفیا بروز می گویند

"পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনও কখনও অনুশীলনকারীদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে উহারা তাঁহাদেরই কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। সূফী সম্প্রদায় এই মরতবাকে 'বরুজ' বলেন।"

হজরত সেখুলকুল মহিউদ্দিন ইবনে আরবীর ফছোছুল হেকামের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে।

نزد محققان محقق است کہ بہر
صورت آدم در مبدء ظہور نمود
(یعنی بروز در ابتداء عالم
روحانیت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ
وسلم در آدم متجلی شد) وہم
او باشد کہ در آخر بہ صورت خاتم
ظاہر گردد (یعنی در خاتم ولایت
کہ مہدی است نیز روحانیت محمد
مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بروز
وظہور خواہد نمود) واین بروزات
کامل گویند۔

"মুহাক্কেকীনদের নিকট ইহাই সাব্যস্ত ও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সৃষ্টির প্রথমে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) হযরত আদম (আঃ)-এর মধ্যে প্রকাশ হইয়াছিলেন এবং তিনিই আবার শেষ যুগে খাতামূল-আউলিয়া হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মধ্যে প্রকাশিত হইবেন এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এরই

আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হইবে। এবং ইহাকেই পূর্ণ 'বরুজ' বলে।"

সুতরাং হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর দাবি যেহেতু এই যে, মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-পূর্ণ তাবেদারী এবং পূর্ণ গোলামির ফলে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে মোহাম্মদী হকিকত, মোহাম্মদী তরীকত, মোহাম্মদী শরিয়তকে জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন, অতএব তিনি যে "বরুজি তৌর পর" অর্থাৎ বরুজ স্বরূপ খাতামুল-আম্বিয়া হইবেন ইহাতে কোন তর্ক থাকিতে পারে না।

হযরত মহীউদ্দিন ইবনে আরবীও ইহাই লিখিয়াছেন এবং এই হিসাবেই শাহ্‌নেয়াজ আহমদ সাহেব দেহলবি বলিয়াছেন :—

عیسیٔ مریمی منم احمد هاشمی منم
حیدر شبیر نیز منم حسن نیز منم حسن منم

১৪নং আপত্তি

آریوں کا بادشاہ آیا۔
برہمن اوتار سے مقابلہ اچھا نہیں

তিনি হযরত মোহাম্মদ, হযরত ইসা আঃ ও শ্রীকৃষ্ণের রূহ ও ওজুদ কিরূপে নিজের মধ্যে আনয়ন করিলেন? জন্মান্তর বাদ ও অবতার বাদ খাটি হিন্দুয়ানী মত। মির্জা সাহেব কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা ত্যাগ করিয়া ও ইসলামের নির্মল ঝরণা হইতে মুখ ফিরাইয়া জন্মান্তরবাদীদিগের পদানুসরণ করিতে গেলেন এবং মক্কা শরীফ ত্যাগ করিয়া মথুরার দিকে মুখ করিলেন।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর উপরোক্ত এলহাম হইতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যাহা বুঝিয়াছেন তাহা হইতে তাহার মস্তিকের বিকৃতি কিংবা হীন-প্রকৃতির ধোকা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না।

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ জন্মান্তরবাদ ও হিন্দুয়ানী অবতারবাদ যে ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, সুদীর্ঘ তেরশত বৎসরের মধ্যে আর কেহই এরূপ করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে আমি সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠককে হযরত মসিহ মাওউদ আঃ-এর গ্রন্থাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার প্রতি হিন্দুয়ানী আকীদা আরোপ করিয়া মৌলানা সাহেব ইহুদিয়তকে চরমে পৌঁছাইয়াছেন।

'আর্য্যদের বাদশাহ আসিয়াছে।' বস্তুতঃ যিনি হিন্দুদের তথা আর্য্য জাতিকে হেদায়ত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি যে আধ্যাত্মিকভাবে আর্য্যদেরও বাদশাহ ইহাতে আপত্তির কোন যুক্তি-সঙ্গত হেতু নাই। আর যিনি আল্লাহর তরফ হইতে ঐশী জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য অবতার বা নবী হইয়া আসিয়াছেন তিনি যে একজন প্রকৃত অর্থে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্পন্ন—ইহাতেও আপত্তি করা মূর্খতা বই আর কিছুই নহে।

আল্লাহ্‌তালা যে-সমস্ত মহাপুরুষকে মানুষের 'এছলাহ' বা সংস্কারের জন্য পাঠাইয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে অপব্যবহৃত শব্দগুলির বিশুদ্ধ ব্যবহার দেখাইয়া দিয়া সংস্কার করাও তাঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য। 'ব্রাহ্মণ' শব্দকে হিন্দুরা বংশগত অর্থে ব্যবহার করিয়া যে রকম মারাত্মক ভুল করিতেছে তাহা দেখান হইয়াছে আল্লাহ্‌তালার এলহামে এই শব্দটিকে "ঐশী জ্ঞান সম্পন্ন লোক" অর্থে ব্যবহার করিয়া। তাহাতেও দোষ ধরা মৌলানা সাহেবের বক্রদৃষ্টির পরিচায়ক।

هنر بچشم عداوت بزرگتر عیبیست
گل است سعدی در چشم دشمنان خاراست

অতএব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আজ মক্কার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া জন্মান্তর বাদীদের পদানুসরণ করেন নাই। বরং মথুরাকে মুতাহ্‌হারা করিয়া জন্মান্তর

বাদীদিগকে মক্কার সুশীতল নির্ম্মল ঝরণায় স্নান করাইয়া পবিত্র করিবার সুত্র-পাত করিয়াছেন।

নূতন সংস্করণের ইহুদীদের গাত্র ইহা দেখিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেও তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

کبھی رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام
بندوں سے

ফেরেস্তা তত্ত্ব

১৫নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব ফেরেস্তাগণের খারিজি ওজুদের (বাস্তব অস্তিত্বের) কথা অস্বীকার করেন ; তাঁহাদিগকে নক্ষত্র রাশির আত্মা বলিয়া ধারণা করেন এবং বলিয়া থাকেন যে ফেরেস্তাগণ কখনও জমিনে আগমন করেন না।"

উত্তর

چہ دلاور ست دزدے کہ بکف
چراغ دارد

মৌলানা সাহেবের এই এ'তেরাজ বা আপত্তি পাঠ করিয়া আমাকে মৌলানা সাহেবের শানে আবার সেখ সাদীর উপরোক্ত কথা স্মরণ করিতে হইল। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এসম্বন্ধে হযরত মসিহ মাওউদ আঃ-এর 'তৌজিহে-মারাম' কিতাব হইতে যে এবারতগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই এবারতগুলির মধ্যে নিম্ন-লিখিতরূপ কারসাজি করিয়াছেন এবং বিভিন্ন জায়গা হইতে বিভিন্ন টুক্‌রা লইয়া একটা এবারত খাড়া করিয়াছেন।

(১) আগের কথা পিছে এবং পিছের কথা আগে লিখিয়াছেন ;

(২) হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর এবারতের মধ্য-ভাগ ও আগ-পাছ হইতে অনেক কথা বাদ দিয়াছেন ;

(৩) নিজের তরফ হইতে শব্দ অতিরিক্ত করিয়াছেন।

এই রকম কারসাজি করিয়া তিনি খুব চেষ্টা করিয়াছেন জনসাধারণকে এই কথা বুঝাইবার জন্য যে "মীর্জা সাহেব ফেরেস্তাগণের বাস্তব অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন ইত্যাদি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ মৌলানা সাহেব এত চেষ্টা করিয়াও নিজের এই দুষ্ট অভিসন্ধিতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর ফেরেস্তা সম্বন্ধে বর্ণনার এক জায়গায় মৌলানা সাহেব নিজেই অনুবাদ করিয়াছেন—"প্রকৃত পক্ষে এই বিস্ময়কর সৃষ্ট বস্তুগুলি নিজ নিজ স্থানে স্থিতিশীল আছে।"

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর এইরূপ পরিষ্কার কথা নিজের কলমে উদ্ধৃত করিয়াও জন-সাধারণকে বুঝাইতে চান—"মীর্জা সাহেব ফেরেস্তাগণের বাস্তব অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন।"

যাহা হউক, আমরা হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর প্রকৃত এবারত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই আখেরী জমানার মৌলানা সাহেবগণ কি রকম ভীষণ কারসাজি করিতে অভ্যস্ত।

محققین اہل اسلام ہرگز اسبات کے قائل نہیں کہ ملائک اپنے شخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چلکر زمین پر اُترتے ہیں اور یہ خیال بداہت باطل بھی ہے - کیونکہ اگر یہ ضرور ہوتا کہ ملائک اپنی اپنی خدمات کی بجا آوری کے لئے اپنے اصل وجود کے ساتھ زمین پر اُترا کرتے تو پھر ان سے کوئی کام انجام پذیر

سماویہ خواہ انکو یونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یاد ساتیر اور وید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب سے نامزد کریں یا نہایت سید ھے اور موحدانہ طریق سے ملائکۃ اللہ کا انکو لقب دیں۔ درحقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیر ھے اور بحکمت کاملہ خداوند تعالیٰ ھر ایک مستعد چیز کو اُس کے کمال مطلوب تک پہنچاتی ھے

তারপর অন্যত্র লিখিয়াছেন :—

قرآن شریف پر بدیدۂ تعمق غور کرنے سے معلوم ھوتا ھے کہ انسان بلکہ جمیع کائنات الارض تربیت ظاھری و باطنی کے لئے بعض وسایط کا ھونا ضروری ھے۔ اور بعض بعض اشارات قرانیہ سے نہایت صفائی سے معلوم ھوتا ھے کہ بعض وہ نفوس طیبہ جو ملایک سے موسوم ھیں انکے تعلقات طبقات سماویہ سے الگ الگ ھیں۔ بعض اپنی تاثیرات خاصہ سے ھواکے چلانے والے اور بعض مینہ کے برسانے والے اور بعض بعض اور تاثیرات کو زمین پر اُتارنے والے ھیں۔ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ بوجہ مناسبت نوری وہ نفوس طیبہ اُن روشن اور نورانی ستاروں سے تعلق رکھتے ھونگے جو آسمانوں میں پائے جاتے ھیں مگر ھونا بغایت درجہ محال تھا۔ مثلاً فرشتہ ملک الموت جو ایک سیکنڈ میں ھزارھا ایسے لوگوں کی جانیں نکالتا ھے جو مختلف بلاد وامصار میں ایک دوسرے سے ھزاروں کوسوں کے فاصلہ پر رھتے ھیں اگر ھر ایک کے لئے اس بات کا محتاج ھو کہ اول پیروں سے چلکر اسکے ملک اور شھر اور گھر میں جاوے اور پھر اتنی مشقت کے بعد جان نکالنے کا اسکو موقعہ ملے تو ایک سیکنڈ کیا اتنی بڑی کارگذاری کے لئے کئی مہینے کی مہلت بھی کافی نہیں ھو سکتی۔ کیا یہ ممکن ھے کہ ایک شخص انسانوں کیطرح حرکت کرکے ایک طرفۃ العین کے یا اس کے کم عرصہ میں تمام جہان گھوم کر چلا آوے ھرگز نہیں بلکہ فرشتے اپنے اصلی مقامات سے جو انکے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ھیں ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ھوتے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ انکی طرف سے قرآن شریف میں فرماتا ھے۔ وما منا الا لہ مقام معلوم وانا لنحن الصافون۔

(سورہ صافات جزو ۲۳)

پس اصل بات یہ ھے کہ جسطرح آفتاب اپنے مقام پر ھے اور اسکی گرمی و روشنی زمین پر پھیلکر اپنے خواص کے موافق زمین کی ھر ایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ھے اس طرح روحانیات

واقسام کے خواص ہیں جو باذن حکیم مطلق کائنات الارض کے باطن پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور یہی نفوس نورانیہ کامل بندون پر بشکل جسمانی متشکل ہوکر ظاہر ہوجاتے ہیں اور بشری صورت سے متمثل ہوکر دیکھائی دیتے ہیں۔

পাঠক দেখিতে পাইলেন কিরূপ পরিষ্কার ভাষায় হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তাদের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিয়া ফেরেস্তার হকিকত বা ফেরেস্তা-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। এমন সুন্দর ভাবে ফেরেস্তা-তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া সত্তেও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তার বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, বলা বড় ধৃষ্টতা। অথচ নিজেই এই এবারতের খানিকটা লিখিয়া বাংলাতে তরজমা করিয়া দিয়াছেন এবং বাংলা তরজমায় নিজেই লিখিয়াছেন—"প্রকৃত পক্ষে এই বিস্ময়কর সৃষ্ট বস্তুগুলি নিজ নিজ স্থানে স্থিতিশীল আছে।"

এখন মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি ফেরেস্তাদের বাস্তব অস্তিত্বের অস্বীকার।

একটা সাধারণ বুদ্ধি এবারতের নিজে শাব্দিক তরজমা করিয়াও যিনি ইহার মর্ম উদ্ধার করিতে অসমর্থ, শব্দে শব্দে তরজমা করিয়াও ইহার ভিতরের কথা বুঝিতে অক্ষম; এহেন পাণ্ডিত্য লইয়া তিনি কেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনায় হাত দেন? তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে

نیست کارے بوزینہ را نجاری

আকাশের নক্ষত্রগুলির সঙ্গে ফেরেস্তাদের যে সম্বন্ধের কথা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, কোন জ্ঞানী মুসলমান ফেরেস্তাদের এই হকিকত অস্বীকার করিতে পারে না।

এই নক্ষত্রগুলির প্রভাব যেমন পৃথিবীর বস্তুগুলির উপর পড়িতেছে, এই রকম ফেরেস্তাদের প্রভাবও

اُس تعلق کو ایسا نہیں سمجھنا چاہئے جیسا کے زمین کے ہر ایک جاندار اپنے اندر جان رکھتا ہے بلکہ اُن نفوس طیبہ کو بوجہ مناسبت اپنی نورانیت اور روشنی کے جو روحانی طور پر اُنہیں حاصل ہے روشن ستارون کے ساتھ ایک مجہول الکنہ تعلق ہے اور ایسا شدید تعلق ہے کہ اگر اُن نفوس طیبہ کا اُن ستارون سے الگ ہونا فرض کیا جائے تو یہ ہر انکے تمام قوی میں فرق پڑ جائے گا اُنہیں نفوس کے پوشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ جیسے خدائے تعالیٰ تمام عالم کے لئے بطور جان کے ہے (مگر اس جگہ تشابہ کامل مراد نہیں) وہ نفوس نورانیہ کواکب و سیارات کے لئے جان کا سی حکم رکھتے ہیں۔

তারপর লিখিয়াছেন—

قران شریف سے ثابت ہے کہ یہ سیارات اور کواکب اپنے اپنے قالبون کے متعلق ایک روح رکھتے ہیں جنکو نفوس کواکب سے نامزد کرسکتے ہیں اور جیسے کواکب اور سیارون میں باعتبار اُن کے قالبون کے طرح طرح کے خواص پائے جاتے ہیں جو زمین کی ہر ایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں ایسا ہی انکے نفوس نورانیہ میں بھی انواع

প্রত্যেক পার্থিব এবং আকাশের বস্তুর উপর পড়িতেছে। আল্লার ইচ্ছা এবং আল্লার হুকুমের বাহক ফেরেস্তাগণই আল্লার হুকুমে সমস্ত কার্য সমাধান করিতেছে। আল্লাহ্‌তালা বাহ্য জগতে আলো প্রদান করিবার জন্য যেমন বাহ্য জগতের জন্য এক জড় সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এই রকম আধ্যাত্ম জগতে আধ্যাত্ম আলো প্রদান করিবার জন্যও এক আধ্যাত্ম বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লার কালাম বা জ্ঞানের বাহকরূপে, উহাই জিব্রীল ফেরেস্তা।

জড় জগতের সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রগুলির যেমন সম্বন্ধ আধ্যাত্ম জগতের সঙ্গে এবং সূক্ষ্মভাবে জড় জগতের সঙ্গে আসমানি রূহানি ওজুদ অর্থাৎ ফেরেস্তাদেরও সেই রকম সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। এই হাকিকত প্রকাশ করিবার জন্য হযরত মসিহ্, মাওউদ (আঃ) দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে এই জড় জগতের যাবতীয় বস্তু যেমন আসমানের জড় পদার্থগুলির প্রভাবে প্রভাবিত, এই রকম আরও বহু সূক্ষ্ম এবং রূহানী অস্তিত্ব আছে, যাহারা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিয়া বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এবং বিশ্বের যাবতীয় প্রাকৃতিক কারখানা তাহাদেরই প্রভাবে চলিতেছে।

জগতের বিভিন্ন জাতি যেমন বিশ্বস্রষ্টা আল্লার অস্তিত্ব বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন নামে স্বীকার করিতেছে এবং এরূপ দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাবে এক অনাদি অনন্ত সর্ব-শক্তিমান সত্তার স্বীকার করা, সেই মহান সত্তার বাস্তবতার এক জলন্ত প্রমাণ, এই রকম জগতের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন নামে এই আসমানী আধ্যাত্ম ওজুদগুলির বাস্তবতা স্বীকার করাও ইহাদের অস্তিত্বের জলন্ত প্রমাণ। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তাদের বাস্তব অস্তিত্ব এই রকম বিভিন্ন প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, এবং হযরত মসিহে মাওউদ তাঁহার নিজের কাছেও ফেরেস্তার আগমনের কথা বলিয়াছেন। ফেরেস্তা কখনও নিজ আসল এবং প্রকৃত মূর্ত্তিতে নিজ নির্ধারিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া মানুষের মত পায়ে হাটিয়া পৃথিবীতে আগমন করে না, ফেরেস্তাদের আগমন তাহাদের রূপক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়া ঘটিয়া থাকে।

যেমন সূর্য্য নিজ স্থানে অবস্থান করিয়াও পাত্রের সচ্ছতা ও আকার ভেদে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে একই সময়ে বিভিন্ন ছোট বড় আয়না বা জলপাত্র ইত্যাদিতে প্রতিফলিত হয়, এই রকম ভাবে ফেরেস্তাগণও নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করিয়া নিজেদের কাজ করিতেছে, এবং সময় সময় পাত্র ভেদে বিভিন্ন আকারে মানব চক্ষুতে মানবাকারে তাহাদের রূপক প্রতিচ্ছবির প্রকাশ হয়। এই প্রকাশ ফেরেস্তার আসল পূর্ণ স্বরূপ বা আকৃতির প্রকাশ নয়।

বস্তুতঃ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তা-তত্ব অতিসুন্দর ভাবে তৌজিহে-মারাম কিতাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং যাহারা ফেরেস্তার বাস্তব অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে তাহাদের জওয়াব দিয়াছেন।

কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে তিনি ফেরেস্তার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। কিন্তু মৌলানার পেশ করা বিকৃত অবিকৃত কোনরূপ এবারত হইতেই ইহা প্রমাণ হয় না।

আর ফেরেস্তাগণ যে আসল অজুদের সহিত নিজ স্থান পরিত্যাগ করে না এই ইসলামি আকীদা মৌলানা সাহেবও অস্বীকার করিতে পারেন না। আর মিছালি অজুদ সহ ফেরেস্তার মানবাকারে দর্শন লাভের সম্ভাবনা মসিহে মাওউদ (আঃ) অস্বীকার করেন না।

সুতরাং মৌলানা সাহেবের উপরোক্ত আপত্তি ভিত্তিহীন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সমস্ত বিশ্বের উপর ফেরেস্তাদের প্রভাব জড় জগতে আছমানের নক্ষত্র মণ্ডলীর প্রভাবের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন;

ফেরেস্তাগণকে নক্ষত্রের আত্মা বলা হয় নাই—বরং দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, জীবদেহ যেমন আত্মা বিহনে টিকিতে পারে না, তদ্রূপ ফেরেস্তার সহিত সম্পর্ক বিহনেও নক্ষত্র রাজি টিকিতে পারে না, যেহেতু সমস্ত বিশ্বের অনুপরমানু যে বিশ্বস্রষ্টার হুকুমে ও ইচ্ছায় চলিতেছে ফেরেস্তাগণ সেই বিশ্বস্রষ্টার হুকুমের এবং ইচ্ছার বাহক।

কিন্তু মৌলানা সাহেবের দেমাগে এই কথাগুলি প্রবেশ করিবার পথ পাইল না; তাই তিনি কতকগুলি আবল তাবল কথা বলিয়া জন-সাধারণকে ধোকা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

چو بشنوی سخن اهل دل مگو خطا است
سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجا ست

এতদ্ব্যতীত হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তা সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের মত বুদ্ধিমানদের আপত্তির জওয়াবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন:—

ومن اعتراضاتهم انهم قالوا ان هذا الرجل يحسب الملا يكة ارواح النجوم اما الجواب فاعلم انهم قد اخطئوا فی هذا والله يعلم انی لا اجعل ارواح النجوم ملا يكة بل اعلم من ربی ان الملا يكة مدبرات للشمس والقمر والنجوم وكلما فی السماء والارض وقد قال الله تعالی وان كل نفس لما عليها حافظ وقال المدبرات امرا ومثل ذلك الايات كثير فی القرآن۔

(حمامة البشری)

"বিরুদ্ধবাদীদের ইহাও এক আপত্তি যে, এই ব্যক্তি ফেরেস্তাদিগকে সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজির আত্মা মনে করে। ইহার উত্তর এই যে, একথা বলিয়া তাহারা ভুল করিয়াছে। আল্লাহ্‌ জানেন আমি ফেরেস্তাদিগকে নক্ষত্ররাজির আত্মা মনে করি না, বরং আমি আল্লার তরফ হইতে এই কথা জানি যে, ফেরেস্তাগণ সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজী এবং যাহা কিছু আসমান ও জমিনে আছে, যাবতীয় বস্তুর তদবীর-কারক। আল্লাহতা'লা কোরানশরীফে বলিয়াছেন—"প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নেগাহবাণ এবং তদবীর-কারক"; ফেরেস্তাগণ সম্বন্ধে কোরান শরীফে এই রকম বহু আয়াত আছে।

আর আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব যে এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উপর পড়িতেছে তাহাও ইস্‌লামের গবেষণাকারী ইমামগণ স্বীকার করিয়াছেন। আহলে ছুন্নত-ওল-জমায়তের আকায়েদের কিতাব নেক্‌রাছে লিখিত আছে:—

اما القول۔ الكواكب اسباب و علامات بتسخير الواجب تعالی فلا كفر بل قد اعترف به المحققون كالامام الغزالی وصاحب الفتوحات

(نبراس ص ۱۹۲)

"নক্ষত্র-রাজিকে আল্লার অধীনে পৃথিবীর কার্য্যাবলির কারণ এবং লক্ষণ স্বীকার করাতে কোন কুফ্‌র নাই এবং ইস্‌লামের মুহাক্কেকীন ইমাম গাজ্জালি ও ফতোহাতে-মক্কিয়ার গ্রন্থকার ইহা স্বীকার করিয়াছেন।"

قد صرح الشيخ الاكبر فی الفتوحات فی مواضع كثيرة بان حركات الافلاك والكواكب اوضاعها موثرات اوعلامات باذن الحق سبحانه فی العناصر وقال لو عرف الجهال المنكرون لهذا العلم قوله تعالی والنجوم مسخرات بامره ما قالوا شيئا ما قالوه

(حاشیه نبراس ص ۴۲۸)

"ফতোহাতে-মক্কীয়াতে সেখ আকবর পরিস্কার বলিয়াছেন, নক্ষত্ররাজি ও তাহাদের কক্ষ ও গতি ইত্যাদিরও আল্লার হুকুমে জল, বায়ু, অগ্নি ও মাটি ইত্যাদির উপর প্রভাব আছে, এবং ইহারা বিভিন্ন কাজের লক্ষণ ও কারণ হইয়া থাকে; এবং তিনি বলিয়াছেন, যে-সমস্ত মূর্খ ইহাতে আপত্তি করিয়া থাকে তাহাদের যদি আল্লার এই কথার "নক্ষত্রগুলি তাঁরই আদেশে কার্যে লিপ্ত"—জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তাহারা কোনই আপত্তি করিত না।"

আর ফেরেস্তাগণ আসল আকৃতিতে না আসিয়া যে তমছিলী আকৃতিতে আসে ইহার প্রমাণ বুখারী শরীফের নিম্নলিখিত হাদীছ ঃ—

يا تى الملک احيانا فى مثل سلسلة
الجرس فيفصم عنى و قد و عيت ما قال
و هو اشده على و يتمثل لى الملک
احيانا فيكلمنى فاعى ما يقول -

"ফেরেস্তা আমার কাছে কখনও ঘণ্টার শব্দের মত স্বরের আকারে আসে এবং যাহা বলে তাহা আমি স্মরণ রাখি, এবং এই প্রকারের আসাটাই আমার জন্ম খুবই কঠিন। আর কখনও মানুষের আকার ধরিয়া আসে এবং আমার সঙ্গে কথা বলে, আমি উহা স্মরণ রাখি।"

এই হাদীছ দ্বারাও ইহাই প্রমাণ হয় যে ফেরেস্তাগণ আসল আকারে না আসিয়া মিছালি জিসিম নিয়া আসে।

কিন্তু রূহানিয়ত ও আধ্যাত্ম জগৎ হইতে যাহারা সম্পূর্ণ দূরে, যাহাদের দেমাগের সবগুলি কুঠরী পার্থীব স্বার্থের প্রলোভনে সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝাইব কেমন করিয়া?

১৬নং আপত্তি

তিনি সমস্ত নবীদের নামে আসিবার দাবি করিয়াছেন।

উত্তর

ইহাতে কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না, বিস্তৃতভাবে এই আপত্তির উত্তর দিয়া আসিয়াছি।

বস্তুতঃ, সমস্ত পৃথিবীর হেদায়ত করিবার জন্য, হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর হকীকত প্রকাশ করিবার জন্ম যাঁহার আগমন, তিনি সমস্ত নবীরই নাম পাইবার উপযুক্ত; কারণ খাতমুল-আম্বিয়া (সাঃ)-এর মধ্যে ত সমস্ত নবীদেরই গুণের সমাবেশ ছিল।

১৭নং আপত্তি

খোদা এই উম্মতের মধ্য হইতে প্রতিশ্রুত মসিহকে পাঠাইয়াছেন যিনি তাঁহার সমস্ত বিষয়ে পূর্ব্বেকার মসিহ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

উত্তর

নিশ্চয়ই, মোহাম্মদী উম্মত যদি ইস্রাইলী উম্মত হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই উম্মতের প্রতিশ্রুত মসিহও ইস্রাইলী উম্মতের মসিহ হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১৮নং আপত্তি

তাহা হইলে তিনি হকীকি নবী হইবার দাবী করিয়াছেন, মাজাজি নবী হইবার দাবী করেন নাই।

উত্তর

'হকীকি নবী' শব্দের দুই রকম অর্থ হইতে পারে। ইহার এক অর্থ—প্রকৃত নবী, সত্য নবী। এই অর্থে হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) হকীকি নবী—অর্থাৎ প্রকৃত নবী, সত্য সত্যই নবী।

আর যদি 'হকীকি নবী' শব্দ দ্বারা শরিয়তওয়ালা নবী' অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে তিনি 'হকিকী নবী' অর্থাৎ শরিয়তওয়ালা নবী হইবার দাবী করেন নাই; মাজাজী অর্থাৎ গয়র-তশরিয়ী নবী হইবার দাবী করিয়াছেন।

১৯নং আপত্তি

তিনি তাঁহার 'মুনকের'কে কাফের বলিয়াছেন।

উত্তর

তিনি যখন সত্য সত্যই একজন নবী তাঁহার মুনকের-যে কাফের ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মৌলানা সাহেবকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের প্রতিক্ষীত প্রতিশ্রুত মসিহের মুনকের কাফের হইবে কি না, তিনি কি উত্তর দিবেন?

২০নং আপত্তি

তিনি নিজেকে এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল বলিয়াছেন

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله -

"তিনি নিজের রসুলকে হেদাএত ও সত্য ধর্ম্মের সহিত পাঠাইয়াছেন, এই হেতু যে তিনি উহাকে সমস্ত ধর্ম্মের উপর পরাক্রান্ত করেন।"

উত্তর

ইহাতে মতভেদ করিবার কোন কথা নাই।

হজরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন:—

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه فى قوله ليظهره على الدين كله قال حين خروج عيسى -

(ابن جرير جلد ٢٥ ص ٣٢٥)

"আবুহরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই ধর্ম্মকে সমস্ত ধর্ম্মের উপর জয়ী করিবার জন্য তিনি তাঁহার রসুল পাঠাইয়াছেন—কোরান শরীফের এই বাক্যটি পূর্ণ হইবে যখন ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হইবেন।" (ইবনে জরির, ২৫ খণ্ড, ৪২৫ পৃঃ)

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله- ذالك عند خروج عيسى پاره ٢٨ صفحه ١٥٤

আল্লাহ তাঁহার রসুলকে পাঠাইয়াছেন হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম্ম দিয়া, এই ধর্ম্মকে সমস্ত ধর্ম্মের উপর প্রবল করিবার জন্য—ইহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় পূর্ণ হইবে।" (ইবনে জরীর পারা ২৮ পৃঃ ১৫৪)

ويهلك الله فى زمنه الملل كلها -

ابو داؤد جلد ٢ ص - ٢٣٨

"আল্লাহতালা তাঁহার (হযরত ঈসা আঃ)-এর জমানার সমস্ত ধর্ম্মকে ধ্বংস করিয়া দিবেন।" (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, ২৩৮ পৃঃ)

২১নং আপত্তি

শরিয়ত প্রবর্ত্তক নবী হওয়ার দাবী করিয়াছেন।

উত্তর

মিথ্যা কথা, হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) তাঁহার গ্রন্থাদিতে অতি পরিষ্কার ভাবে বহু জায়গায় এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা এলজামের প্রতিবাদ স্বরূপ লাহোরের ২৬ মে, ১৯০৮ সনের "আখবারে আম" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন—

میں ہمیشہ اپنی تالیفات کے ذریعہ سے لوگوں کو اطلاع دیتا رہا ہوں اور اب بھی ظاہر کرتا ہوں کہ یہ الزام جو میرے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعوی کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا اور جسکے یہ معنی ہیں کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا اور اپنا علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں اور آنحضرت صلعم کی اقتداء اور متابعت سے باہر جاتا ہوں یہ الزام صحیح نہیں ہے بلکہ ایسا دعوی نبوت

غیب پایا ھے رسول اور نبی ھون مگر بغیر کسی جدید شریعت کے

"যেখানে আমি নবুওয়ত ও রেসালতের অস্বীকার করিয়াছি, শুধু এই অর্থে অস্বীকার করিয়াছি যে, আমি কোন স্বাধীন শরিয়ত নিয়া আসি নাই এবং আমি কোন স্বাধীন নবীও নহি; কিন্তু এই অর্থে যে আমি আমার মুক্তাদা প্রভু রসুলের আভ্যন্তরীন আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তাঁহারই নাম পাইয়া তাঁহারই মারফত আল্লার কাছ হইতে গায়েবী-এল্‌ম লাভ করিয়াছি, রসুল এবং নবী হইয়াছি, কিন্তু কোন প্রকারের নূতন শরিয়ত আমি পাই নাই।"

২২নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব হযরত নবী করিম (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার দাবি করিয়াছেন।

উত্তর

জঘন্য প্রকৃতির মিথ্যা কথা। হযরত মসিহে মাওউদ আঃ তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে শত শত জায়গায় রসুল করিম (সাঃ)-এর তাবেদারী করিয়া এই মরতবা লাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত কামালাত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর গোলামিতেই লাভ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই দুনিয়ার পূর্বাপর সমস্ত আম্বিয়াগণ হইতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সশ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বের সমস্ত নরনারীর নিকট প্রমাণ ও প্রচার করাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তিনি হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রেমে নিজকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, মোহাম্মদী এশ্‌কের মদিরায় তিনি বিভোর ছিলেন।

তিনি বলিয়াছেন—

بعد از خدا بعشق محمد مخمرم
گر کفر این بود بخدا سخت کافرم

میرے نزدیک کفر ھے اور نہ آج سے بلکہ اپنی ھر ایک کتاب میں ھمیشہ میں یہی کہتا آیا ھون کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعوی نہیں اور یہ سراسر میرے پر تہمت ھے

"আমি সদা সর্বদাই নিজ গ্রন্থাদিতে এই কথা ঘোষণা করিয়া আসিতেছি এবং এখনও প্রকাশ করিতেছি যে, আমার উপর এই মিথ্যা অপবাদ লাগান হইতেছে যে, আমি যেন এই রকম নবুওয়তের দাবী করিয়াছি যাহাতে ইসলামের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক বাকী থাকে না, আমি যেন নিজকে এই রকম স্বাধীন নবী মনে করি যে, কোর-আন শরীফের অনুসরন করার কোনই দরকার মনে করি না এবং নিজের পৃথক কলেমা ও পৃথক কেবলা বানাইয়া লইয়াছি, এবং শরীয়ত-ইসলামকে রহিত করিয়া দিয়াছি, এবং আঁ-হযরত সাঃ-এর পদানুসরণ হইতে নিজকে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়াছি। বরং এই রকম দাবী করাকে আমি কুফর মনে করি, কেবল আজ নয় বরং আমি আমার প্রত্যেক গ্রন্থে সদা-সর্ব্বদা এই কথা লিখিয়া আসিতেছি যে, এই রকম নবুওতের আমি কখনও দাবী করি নাই; ইহা আমার উপর এক মিথ্যা অপবাদ।"

মসিহে মাওউদ আঃ আরও লিখিয়াছেন :—

جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ھے صرف ان معنوں سے انکار کیا ھے کہ میں کوئی مستقل شریعت لانے والا نہیں ھون اور نہ میں مستقل طور پر نبی ھون مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوض حاصل کرکے اور اپنے لئے اسکا نام پاکر اسکے واسطہ سے خدا کیطرف سے علم

"খোদার পর মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেম-মদিরায় আমি বিভোর, এই যদি কুফ্‌র হয় তবে খোদার শপথ, আমি শক্ত কাফের।" তিনি আরও বলিয়াছেন—

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا
نام اُسکا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے

'তিনিই আমাদের অগ্রণি, তাঁহার নাম মাহাম্মদ, তিনিই আমার মনোমোহন।"

اس نور پر فدا ہوں اسکا ہی میں ہوا ہوں
وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہی ہے

"সেই আলোর উপরে আমি উৎসর্গিত, আমি ত তাঁরই হইয়াছি, তিনিই ত সব কিছু. আমি যে কিছুই নহি. ইহাই প্রকৃত কথা।"

وہ دلبر یگانہ علموں کا ہے خزانہ
باقی ہے سب فسانہ سچ ہے خطایہ ہی ہے

"সেই যে অদ্বিতীয় মনমোহন জ্ঞানের ভাণ্ডার, তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান ছাড়া বাকী সবগুলিই অলিক কাহিনী, তাঁরই জ্ঞান নির্ভুল, সত্য।

سب ہم نے اُس سے پایا شاہد ہے تو خدایا۔
وہ جس نے حق دکھایا وہ ہے لقا یہی ہے

"সব কিছু তাঁহা হইতেই আমরা লাভ করিয়াছি, তুমিই ত সাক্ষী হে খোদা! যিনি সত্য দেখাইয়াছেন সেই শশীমুখ যে তিনিই।"

বস্তুতঃ, হযরত মসিহে মাওউদ আঃ মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর যে মরতবা বর্ণনা করিয়াছেন এবং যে বর্ণনায় তাঁহার গ্রন্থাদি পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং জগতময় যেভাবে তিনি তাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা দেখিয়াও এত বড় মিথ্যা কথা বলা যে, তিনি মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) হইতে প্রেষ্ঠ হইবার দাবী করিয়াছেন, বড়ই দুঃসাহসিক লজ্জাহীনতার পরিচায়ক।

چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد

সেখ সাদির এই কথাটি আমাকে আবার স্মরণ করিতে হইল।

যে সমস্ত হাওয়ালা পেশ করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই জঘন্য প্রকৃতির ধোকা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেইগুলির প্রকৃত মর্ম বুঝিবার জন্য হযরত মসিহে মাওউদ আঃ এর নিম্নলিখিত এবারত পাঠ করিলে পাঠক সহজেই ধরিয়া ফেলিবেন, এই মৌলানা সাহেব কিভাবে এক কথার অন্য অর্থ করিয়া ধোকা দিয়া থাকেন।

اس بات کو ہر جگہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہر ایک مدح و ثنا جو کسی مومن کے الہامات میں کی جائے وہ حقیقی طور پر آنحضرت صلعم کی مدح ہوتی ہے اور وہ مؤمن بقدر اپنی متابعت کے اس مدح سے حصہ حاصل کرتا ہے اور وہ بھی محض خدا تعالیٰ کے لطف اور احسان سے نہ کسی اپنی لیاقت اور خوبی سے

(براہین احمدیہ جلد ۴ ص ۴۸۸)

'এই কথা সর্ব স্থলেই স্মরণ রাখা উচিত যে, মোমেনের এলহামে যে-সমস্ত প্রসংশা তাঁহাকে করা হয় সেই সমস্ত প্রশংসাই প্রকৃত পক্ষে হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর প্রসংশা হয়, এবং সেই মোমেন নিজ তাবেদারী অনুসারে সেই প্রসংশা হইতে অংশ লাভ করে, আর ইহাও শুধু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে।"

এতদ্ব্যতীত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপর এলহাম হইয়াছে—

- کل برکۃ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم

"সমস্ত বরকতই মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) হইতে।"

অতএব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজের যে-সমস্ত মোজেজা, আছমান জমিনের নিদর্শন, চন্দ্র ও সূর্যের নিদর্শন ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন – এই সব-গুলিই মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর মোজেজা এবং

মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। সেনাপতি কর্তৃক বিজয় প্রকৃতপক্ষে বাদশারই বিজয় বলিয়া গণ্য হয়।

হযরত উমর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ) এমন কি, তাঁহাদের পরবর্তী খলিফাদের জমানায় পারস্য, মিশর, স্পেন, কনষ্টান্টিনপোল ইত্যাদি জয় হওয়াতে এবং হযরতের জমানা হইতে অধিকতর বিশাল রাজ্যগুলি জয় হওয়াতে কোন স্থির মস্তিষ্ক মোসলমান সেই খলিফা বা সেই রাজ্য-বিজয়ী সেনাপতিকে আঁ-হযরত (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবেন না। এই রকম হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর উম্মত এবং তাঁরই প্রতিনিধি হইবার দাবী করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে-সমস্ত মর্যাদা বা মোজেজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে রসূলে করীম (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। নতুবা স্বীকার করিতে হইবে, যে-সমস্ত ঐতিহাসিক হযরত উমরের বিজয় কাহিনী এবং হযরত খালেদের বীরত্ব কাহিনী লিখিয়াছেন তাঁহারা খালেদ ও উমরকে হযরত রসূল করীম (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কিন্তু এরূপ আহাম্মকি কথা কোন মুসলমান মূর্খও বলিবে না, যেহেতু হযরত উমর ও খালেদ গয়রুহুম (রাঃ) রসূল করীম (সাঃ)-এর পদানুসরণের ফলেই এই বিজয়-গৌরব লাভ করিয়াছেন। এই জন্য এই বিজয়-গৌরব প্রকৃত পক্ষে মোহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ)-এরই গৌরবের মধ্যে গণ্য হইবে। এই রূপে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর সমস্ত গৌরব হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর পদানুসরণ করার ফলেই লাভ হইয়াছে বলিয়া এই সমস্ত গৌরব ও মোজেজো প্রকৃত পক্ষে মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর গৌরব ও মোজেজারই অন্তর্গত, এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই দুইটি এলহাম—

آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا
تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔

واتانی ما لم یوت من العالمین

কোরান শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতের অনুরূপ সামগ্রিকভাবে বলা হইয়াছে—

یا بنی اسرائل اذکروا نعمتی التی
انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین

"হে বনী ইস্রাইল! স্মরণ কর আমার নেয়ামত, আমি যে তোমাদিগকে সমগ্র বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি।"

২৩নং আপত্তি

মির্যা সাহেব নিজের ওহির উপর কোরানের মত বিশ্বাস করিতেন।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপর আল্লার তরফ হইতে যে-সমস্ত ওহি নাজেল হইত, ঐ সমস্ত ওহিকে তিনি আল্লার তরফ হইতে আসিয়াছে বলিয়া ঠিক সেই রূপই বিশ্বাস করিতেন যেরূপ তিনি কোরান শরীফকে আল্লার তরফ হইতে আসিয়াছে বলিয়া অর্থাৎ কোরান শরীফকে আল্লার কালাম বলিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করি, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের ইস্রাইলী মসিহ যখন আসিবেন, তখন তাঁহার প্রতি আল্লার যে-সমস্ত ওহি নাজেল হইবে ঐ সমস্ত ওহিকে কি মৌলানা সাহেবগণ সয়তানি বলিয়া কিছু কিছু সন্দেহ করিবেন?

২৪নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব একজন অপরিচিত লোকের রেওয়ায়েত, একজন মাজজুবের ৩০।৩১ বৎসর পূর্বের কাশ্‌ফের কথা এজালাতুল-আওহামের ৩৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

میں قرآن کی غلطیاں نکالنے کے
لئے آیا ہوں جو تفسیروں کی وجہ سے
واقعہ ہو گئی ہے

উত্তর

بے حیا باشی وھرچہ خواھی کن

উপরে উল্লিখিত এবারত মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব জাল করিয়াছেন। এই এবারত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব এজালায়ে-আওহামে নাই।

এক জন বিখ্যাত মজজুব গোলাব শাহ রহমতুল্লাহ জামালপুর গ্রামে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর আবির্ভাবের ৩০ বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন :—

میسی اب جوان ھوگیا ھے اور لد ھیانہ میں اکبر قران کی غلطیاں نکالیگا اور قران کی روسے فیصلہ کریگا اور کہا کہ مولوی اس سے انکار کریگا پھر کہا کہ مولوی انکار کر جائنگے تب میں نے تعجب کی راہ سے پوچھا کہ کیا قران میں بھی غلطیاں ھیں قراں تو اللہ کا کلام ھے تو اُنھوں نے جواب دیا کہ تفسیروں پر تفسیریں ھوگئیں۔ (ازالہ اوھام ص ۲۸۸)

লুধিয়ানার একবালগঞ্জের মিঞা করিম বখসের এই বয়ান বহু লোকের সাক্ষ্য সহ প্রকাশ করা হইয়াছে। এজালায়ে- আওহাম কিতাবেও ইহা উদ্ধৃত করিয়া গোলাবশাহ মাজজুব মারহুমের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। গোলাবশাহ মাজজুবের এই বর্ণনাতে "কাদিয়ানে ইসা জাহের হইবেন" এই কথাও বর্ণিত আছে।

میں نے پوچھا میسی اب کہاں ھے تو اُنھوں نے جواب دیا بیچ قادیان کے

আর গোলাবশাহ মরহুম তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীতে "কোরানের গলতী" এই শব্দের আসল মর্ম যে কোরআনের গলতী নয় বরং তফহীরকারদের গলতী তাহা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং গোলাব শাহ মাজজুবের এই কথায়ও কোন দোষ নাই; কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের পক্ষে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া জাল এবারত পেশ করা কি রকম পরহেজগারী তাহা পাঠক বিবেচনা করুন।

২৫নং আপত্তি

কোরআন আছমানে উঠিয়া যাওয়ার দাবী একেবারে বাতীল।

উত্তর

আঁ-হযরত (ছাঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন :—

لا یبقی من القران الا رسمہ

"কোরআনের কতকগুলি রছমাত ছাড়া আর কিছু বাকী থাকিবে না।"

কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা আজ দুনিয়াতে কোথায়? কোরআন শরীফের ভার বহনকারী মৌলবী-মৌলানাদের অনেকেই আজ জাল করিতেও কুণ্ঠিত হয় না—লজ্জাও বোধ করে না।

نبذ و اکتاب اللہ وراء ظھورھم

আল্লার কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা হরেক রকমের জঘন্য দুষ্টামিতে লিপ্ত। হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে-জমানার ওলামা নামধারীরা আকাশের নীচের সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতম সেই জমানায় যে কোরআনের শিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে তাহাতে কি আর সন্দেহ করিবার উপায় আছে? কোরআনের শিক্ষাকে পৃথিবীতে পুনঃ স্থাপিত করিবার জন্যই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব।

انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون

এই আয়াতের মর্ম অনুসারে কোরআন শরীফের হেফাজত হইয়াছে এবং হইবে; প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দেদ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মোজাদ্দেদে-আজম

বা মহা মুজাদ্দেদকে প্রেরণ করিয়া আল্লাহতায়ালা কোরআন শরীফের আভ্যন্তরীণ হেফাজত করিয়াছেন।

কোরআন উঠিয়া যাওয়ার অর্থ:—শব্দ এবং অর্থ উঠিয়া যাওয়া নয়, বরং কোরআন অনুযায়ী আমল উঠিয়া যাওয়া। তাহা যে আমাদের এই জমানায় পূর্ণ হইয়াছে তাহা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের মত লোকও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

مسلمانان درگور و مسلمانی در کتاب

২৬নং আপত্তি

"কোরানের অর্থ নিজের নফছের কামনা অনুযায়ে গ্রহণ করা, আয়াতের অগ্র পশ্চাৎ খেয়াল না করা এবং সর্বনামকে করিনার খেলাফ অন্য দিকে ফিরান, ইহাই ভ্রান্ত দলেরা করিয়া থাকে।"

উত্তর

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) আল্লার কালাম হইতে যে-সমস্ত মারফত বয়ান করিয়াছেন তাহা কোরান শরীফের এবং হাদীসের শিক্ষার বিপরীত নহে এবং আরবী ভাষারও বিপরীত নহে। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কাদিয়ানী-রদ পুস্তকে যে-রকম বিদ্যা, বুদ্ধি, শরাফত, দেয়ানত, তাক্ওয়া, পরহেজ-গারী, সততা এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বর্ণিত কোরানী মারফত তাঁহার দেমাগে ঢুকিতে পারে, বা এতখানি বুঝবার ক্ষমতা তাঁহার আছে, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না। হযরত মসিহে মাওউদের লিখার উপর এরূপ মত প্রকাশ করা ঈর্ষাপূর্ণ অজ্ঞতা হইতে প্রসূত।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) অগ্র-পশ্চাতের খেয়াল না করিয়া 'করিনার খেলাফ' অর্থ করিয়াছেন ও সর্বনাম ফিরাইয়াছেন, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও মৌলানা সাহেব কোন শিক্ষিত লোকের সামনে দেখাইতে পারিবেন না।

২৭নং আপত্তি

انا انزلناه قريبا من القاديان

মির্যা সাহেব এই শব্দটিকে কোরানের সঙ্গে যোগ করার দাবী করিয়া কোরানে তহরীফ করিতে সাধ্য সাধনা করিয়াছেন।

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই জঘন্য এলজাম লাগাইবার জন্য নিজেই যে-এবারত হযরত মসিহে মাওউদের কিতাব হইতে নকল করিয়াছেন সেই এবারত পাঠ করিলেই মৌলানার এই আপত্তির যথেষ্ট উত্তর হইয়া যায়।

মৌলানা সাহেব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই উর্দ্দু এবারতের তরজমা এইরূপ করিয়াছেন:—

"সেই দিবস কাশফে আমি দেখিলাম যে আমার ভাই মির্যা গোলাম কাদের মরহুম সাহেব আমার নিকট বসিয়া কোরান শরীফ উচ্চৈঃস্বরে পড়িতেছেন এবং পড়িতে পড়িতে তিনি এই শব্দগুলি পড়িলেন—

انا انزلناه قريبا من القاديان

"আমি উহা কাদিয়ানের নিকট নাজেল করিয়াছি।" আমি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে. কি। 'কাদিয়ান' নামটি কোরান শরিফে লিখিত আছে! তখন তিনি বলিলেন, এই দেখ লিখিত আছে। তখন আমি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম। উহাতে জানা গেল. প্রকৃত পক্ষে, কোরান শরিফের-ডাহিন পৃষ্ঠায় সম্ভবতঃ অর্ধেকের নিকট এই এলহামি শব্দগুলি লিখিত আছে। সেই সময় আমি মনে মনে বলিলাম, হাঁ, প্রকৃত পক্ষে. 'কাদিয়ান' নামটি কোরান শরিফে লিখিত আছে।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই এবারত উদ্ধৃত করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যে-মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠক, তাহা কি কোন স্থির-মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত বলিতে পারেন? মৌলানা

সাহেবের এই রকম কথা-বার্তা দেখিয়া মনে হয় যে, অন্যায় জিদ তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধিও হরণ করিয়া ফেলিয়াছে। একটা কাশফের কথাকে যাহা মৃত ভাই সম্বন্ধে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন বাস্তব জগতের ঘটনা বলিয়া ঘোষণা করা কোন অবিকৃত মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইতে পারে না।

২৮নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব বুজর্গ আলেমগণকে অতিরিক্ত গালি গালাজ করিয়াছেন।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কোন বুজর্গ আলেমকে গালিগালাজ করেন নাই। যে সমস্ত মৌলানা-মৌলবীকে স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ) আকাশের নীচের সকল প্রাণী হইতে "নিকৃষ্টতম" বলিয়া গিয়াছেন, তিনি মাত্র তাহাদের আভ্যন্তরীণ ঘৃণীত অবস্থার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা কঠোর এবং তীব্র হইলেও অতি সত্য। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর তিক্ত ঔষধির মত এই কঠোর এবং তীব্র সত্যগুলি শুনিয়া "চোরের দাড়িতে তিনকা" এর মত...কোন কোন মৌলানা চেঁচাইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ তীব্র ঔষধির ব্যবহার কোরান শরিফেও বিদ্যমান আছে عتل بعد ذالك زنيم — شر البرية - ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

২৯নং আপত্তি

কোরান শরিফে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্তিকার পক্ষিকে জীবিত করিয়া উড়াইয়া দিবার মোজেজার কথা আছে। মির্যা সাহেব উহা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইহা একবার মেছমেরিজম, দ্বিতীয়বার পুষ্করিণীর মৃত্তিকার ক্রিয়া যাহাতে জিব্রীলের তাছীর আছে, তৃতীয়বার কলের ক্রিয়া বলিয়া উক্ত মোজেজা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বরং ইহাকে মুশরেকি আকিদা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাতে বুঝা গেল যে তিনি কোরানের উপর কিছুতেই ইমান আনিতেন না।"

উত্তর

হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) পূর্ববর্তী নবীদের মোজেজা সম্বন্ধে অতি পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন ঃ—

معجزات انبياء سابقين
آنچه در قرآن بيانش باليقين
بر همه از جان و دل ايمان ماست
هر كه انكارے كند از اشقياست

"পূর্ববর্ত্তী নবীদের মোজেজা যাহা নিশ্চিতভাবে কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত মোজেজাকে প্রাণ ও হৃদয় দিয়া আমরা বিশ্বাস করি। ঐ সমস্ত মোজেজাকে যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা দুষ্ট দুর চার।"

সুতরাং কোরআনে বর্ণিত হযরত ইসা আঃ এর মোজেজার উপর হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) ইমান আনিতেন না, মৌলবী রূহল আমিন সাহেবের এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তবে মৌলানা রূহল আমিন সাহেব প্রমুখ অনেক ভ্রান্ত মৌলানাদের বিশ্বাস যে এই পৃথিবীতে আমরা যে সমস্ত পাখী দেখিতেছি তন্মধ্যে কোন কোন পাখী হযরত ইসা আঃ এর সৃষ্টি। কোন কোন মৌলানার মতে বাদুর অথবা চামচিকা হযরত ঈসা আঃ-এর সৃষ্টি। মৌলানা রূহল আমিন সাহেব কোন্ পাখীকে হযরত ইসা আঃ-এর সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। তবে কোন কোন পাখী যে হযরত ইসা আঃ-এর সৃষ্ট পাখীরই নছল ইহা অনেক মৌলানা মৌলবীর বিশ্বাস। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এরূপ বিশ্বাসকেই মুশরিকানা আকীদা বলিয়াছেন, কারণ কোরআন শরীফে অতি পরিষ্কার ভাবেই বর্ণিত আছে ঃ—

قل الله خالق كل شى وهو الواحد القهار - خالق كل شيء فقدره تقديرا -
هل من خالق غير الله

"এক মাত্র আল্লাহই প্রত্যেক জিনিষের স্রষ্টি-কর্ত্তা। তিনিই প্রবল, তিনিই সমস্ত বস্তু স্রষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য এক পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।" আল্লাহ ছাড়া কি আর কেহ আছে যে স্রষ্টি করিতে পারে?" অর্থাৎ নিশ্চয়ই নাই।

সুতরাং এই পৃথিবীর মধ্যে কোন কোন পাখী হযরত ঈসা আঃ-এর স্রষ্টি—এই আকীদা কোরআন শরীফের শিক্ষার বিপরীত। ভ্রান্ত মৌলবীদের এরূপ আকীদার খণ্ডন করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) হযরত ঈসা আঃ-এর পাখী তৈয়ার করার হাকিকত বয়ান করিয়াছেন।

হযরত ঈসা আঃ-এর মাটি দিয়া পাখী তৈয়ার করার অর্থ—সত্য সত্যই রক্তমাংসযুক্ত জীবন্ত পাখী বানান নহে, বরং পাখীর মত বানাইয়া ফুংকার দিয়া কতক্ষণের জন্য উড়াইয়া দেওয়া, ইহাই হযরত মসিহে মওউদ বয়ান করিয়াছেন।

কোরআন শরিফে কোথাও এমন কথা নাই যে, ঐ মৃত্তিকার পাখীগুলি সত্য সত্য জীবন লাভ করিয়া রক্তমাংসযুক্ত হইয়া স্থায়ী ভাবে উড়িয়া যাইত বরং পূর্ববর্ত্তী তফসীর কারকদের অনেকে স্বীকার করিয়াছেন যে—

فکان یطیر وھم ینظرونه فاذا غاب
عن اعینهم سقط میتا (جلالین)

"মানুষ যতক্ষণ দেখিতে থাকিত ততক্ষণই ঐ পাখীগুলি উড়িতে থাকিত; মানুষের চক্ষুর অন্তরাল হইলে সেগুলি মৃত অবস্থায় পড়িয়া যাইত।"

کان یطیر مادام الناس ینظرون
الیه فاذا غاب عن اعینهم سقط میتا۔
برحاشیة ابن جریر تفسیر نیسابوری
تواطأ النقل عن المفسرین ان الطائر
الذی خلقه عیسی کان یطیر مادام
الناس ینظرون الیه فاذا غاب عن
اعینهم سقط میتا۔
(البحر المحیط)

"মানুষের চক্ষুর সামনে উড়িত, মানুষের চক্ষুর অন্তরাল হইলে পড়িয়া যাইত।"

এইরূপ বহু মুফাসসির হইতে নকল হইয়া আসিতেছে যে, মানুষ যতক্ষণ দেখিতে থাকিত ততক্ষণ সেগুলি উড়িতে থাকিত মানুষের চক্ষুর অন্তরাল হইলেই মৃত অবস্থায় পড়িয়া যাইত। সুতরাং হযরত ঈসা আঃ-এর মাটির পাখী যে সত্য সত্যই জীবনধারী রক্তমাংস-যুক্ত পাখী হইয়া উড়িয়া যাইত, তাহা নহে, বরং কতক্ষণের জন্য লোক চক্ষুর সামনে উড়িয়া পড়িয়া যাইত। হযরত মসিহ মওউদ আঃও তাহাই বলিয়াছেন।

یہ اعتقاد غلط اور فاسد اور مشرکانہ
ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر
اور ان میں پھونک مار کر انہیں
سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا۔

"এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, বাতিল ও মুশরেকী যে, মসিহ মাটির পাখী বানাইয়া এবং উহাতে ফুংকার দিয়া ইহাদিগকে সত্য সত্যই সজীব পাখী বানাইয়া দিতেন।"

মাটির পাখী বানাইয়া কতক্ষণের জন্য উড়াইয়া দেওয়ার হেকমত তিনি আত্মিক শক্তির প্রভাব, কিংবা জিব্রীল ফেরেস্তার প্রভাব যুক্ত মাটি, কিংবা খোদাতা'লার তরফ হইতে কোন প্রকার কল চালাইবার 'লাদ্দুনী এল্ম,' দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া হযরত মসিহে মাওউদ আঃ প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর যে এবারত মৌলানা সাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দ্বারাও ইহাই প্রমাণ হয়।

হযরত মসিহে মওউদ আঃ মুশরিকানা আকীদা খণ্ডন করিবার জন্য এই তিন প্রকারের কোন এক প্রকারের সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই তিন প্রকারের কোন এক প্রকার হইলে মোজেজা হইল কি করিয়া একথা মৌলানা সাহেব বুঝেন নাই।

এইজন্য মৌলানাকে আল্লামা সাদুদ্দীন তাফ্তাজানির নিম্নলিখিত এবারত কোন প্রকৃত আলেমের নিকট হইতে বুঝিয়া লইতে অনুরোধ করি:—

و قد حقق فی الکتب الکلامیۃ ان معجزۃ کل نبی بما یتبا ھی بہ قومہ بحیث لا یتصور المزید علیہ کالسحر فی زمن موسی علیہ السلام والطب فی زمن عیسی علیہ السلام والبلاغۃ فی زمن سیدنا محمد علیہ السلام (تلویح)

"এলমে" কালামের কিতাবগুলির মধ্যে প্রমাণিত আছে, কোন জাতি যে, বিষয় নিয়া গর্ব করিয়া থাকে, সেই জাতির নবীর মোজেজা সেই বিষয় সম্পর্কেই এমনভাবে প্রকাশ হয় যে, সেই কার্য্যে তাঁহার সমকক্ষতা লাভ করা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না ; যেমন মুসা আঃ-এর সময় যাদুবিদ্যা, ঈসা আঃ-এর সময় চিকিৎসা বিদ্যা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সময় ভাষার উৎকর্ষ।" (তলবীহ)।

অতএব হযরত ঈসা (আঃ)-যদি জিব্রীলি প্রভাবে মাটির সাহায্যে বা আত্মিক প্রভাবে মেছমেরিজম বিদ্যা বা লাদুনী বিদ্যার সাহায্যে এমন কোন কল তৈয়ার করিয়া থাকেন, যাহার সমকক্ষতা করা আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তাহা হইলে হযরত ঈসা (আঃ)-এর এই কার্য্যও যে তখনকার জন্য মোজেজা ছিল ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোজেজাকে এই প্রকারের মোজেজাই বলিয়াছেন। তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর এই মোজেজাকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি ত হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোজেজাকে মোজেজা স্বীকার করিয়া মুশ্‌রেকানা আকীদার খণ্ডন করিয়াছেন মাত্র। হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠি যে সর্পের আকার ধারণ করিত তাহাও-ত জীবনধারী সাপ হইয়া যাইত না। হযরত মুসা (আঃ)-এর হাতে আসিলে যে লাঠি সেই লাঠিই হইয়া যাইত। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পাখীও যদি কতকক্ষণের জন্য মাত্র পাখীর মত উড়িয়া যাইত তাহা হইলে এরূপ হওয়াও তখনকার লোকের জন্য যে মোজেজা ছিল, ইহাতে আপত্তি করার কিছু নাই।

তবে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই ধরণের মোজেজাকে পছন্দ করিতেন না। এই কথার উপরও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের মস্ত বড় আপত্তি। আমি উপরে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে, প্রত্যেক নবীর মোজেজা নিজ নিজ সময় উপযোগী হইয়া থাকে। আমাদের এই জমানায় লাঠি সর্পাকারে পরিণত করিয়া দেখান, এবং মাটির পাখী বানাইয়া কতকক্ষণের জন্য উড়াইয়া দেওয়া, এই সমস্ত কাজ কল-কৌশল দ্বারা করা এত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই রকম কাজকে মোজেজা বলিয়া বর্তমান জমানায় কেহ গ্রহণ করিতে পারে না।

হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর সময় আল্লার সাহায্যে এই জাতির বিদ্যা দ্বারা অপরাজেয় মুকাবেলা করা হইয়াছিল বলিয়া তাহা মোজেজা ছিল। কিন্তু আমাদের এই যুগে এই ধরণের কাজ মোজেজা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাই হযরত মসিহে মাওউদ নিজের জন্য এই ধরণের কাজকে না পছন্দ করিয়াছেন। নবী-কুলশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-ও ত লাঠিকে সাঁপ বানাইয়া দেখান নাই। তবে বর্তমান জমানার জন্য না-পছন্দ হইলেও হাজার হাজার বৎসর পূর্বের জন্য ইহা মোজেজা হইতে কোন আপত্তি নাই।

৩০নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব বলিয়াছেন, "খ্রীষ্টানেরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর বহু মোজেজা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সত্যকথা হইবে এই যে, তাহা দ্বারা কোন মোজেজা হয় নাই।"

তিনি যদি কোরআনের উপর ইমান আনিতেন তবে স্পষ্ট কোরআনের আয়াতের বিপরীত এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না।

উত্তর

খ্রীষ্টানেরা হযরত ইসা (আঃ)-এর অলৌকিক মোজেজা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে খোদা বা খোদার পুত্র প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে কেবল হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কেন; আহলে-সুন্নত-ওল জমাতের বহু ওলামা 'এলজামি জওয়াব' স্বরূপ খ্রীষ্টানদের কল্পিত মসিহ সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ এলজামি জওয়াব সম্বন্ধে আমি পূর্বে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং খ্রীষ্টানদের প্রতি এলজামি জওয়াব নিয়া আপত্তি করা অজ্ঞতা বই আর কিছুই নহে।

এই রকম এলজামি জওয়াব আহলে-সুন্নত জমাতের বহু ওলামা প্রতিপক্ষের মানিত কথা দ্বারা দিয়া আসিতেছেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও খ্রীষ্টানদের খোদা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন, কোরাণে বর্ণিত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে নহে। হযরত ইসা (আঃ)-এর এলমি মোজেজা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

৩১নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব কোরাণের আয়াতের বিপরীত হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

اپنے باپ یوسف کے ساتھ

"নিজের বাপ ইয়োছুফের সঙ্গে"।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ) এই কথা অতি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম বিনা-পিতায় শুধু আল্লাহ্‌র কুদরতে হইয়াছিলেন। যথা—

وکذالک تولد عیسی من دون الاب

এই রকম হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম বিনা পিতায় ছিল।"

خلق عیسی من غیر اب بالقدرۃ

المجردۃ (مواھب الرحمن)

"আল্লাহ্‌তা'লা ঈসা (আঃ)-কে তাঁহার কুদরতে বিনা পিতায় সৃষ্টি করিয়াছেন।"

সুতরাং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে কোরাণ শরীফের বিপরীত কিছুই বলেন নাই।

কিন্তু ইতিহাসাজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পালক-পিতা ইয়োছুফ নাজ্জার একজন বনি ইস্রাইলের লোক ছিলেন। তাঁহারই সঙ্গে হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের পর বিবি মরিয়ম ছিদ্দিকার (রাঃ) বিবাহও হইয়াছিল। (তারিখুল-কামেল দ্রষ্টব্য)। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ঈসা (আঃ)-এর বাপ বলিতে পালক-পিতা অর্থে বলিয়াছেন। এই কথার উপর আপত্তি করাও অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করির পরিচায়ক।

৩২নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব ১৯০৩ সনের রিভিও-অফ-রিলিজিয়নে লিখিয়াছেন—

مرزا صاحب کے ایک دوست نے

انکو بوجہ مرض ذیابطس افیون

کہا نیکی صلاح دی مرزا صاحب نے

جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ

ٹھٹھا کرکے یہ نہ کہیں پہلا مسیح تو

شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔

পাঠক মির্জ্জা ছাহেব কোরআন শরীফের কথা-গুলিকে প্রমাণ ধারণায় একজন শ্রেষ্ঠ নবীর উপর এইরূপ অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি যে কোরআনের উপর এক তিল বিন্দু ঈমান রাখিতেন ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।"

উত্তর

পাঠক দেখিতে পাইলেন, উপরোক্ত উর্দ্দু এবারত হযরত মীর্যা সাহেবের নয়। মৌলানা রুহুল আমীন এই এবারতকে মীর্যা সাহেবের এবারত বলিয়া উল্লেখ

করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক রাবীর কথাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া নিয়া উত্তর প্রদান করিতেছি।

পাঠক অবগত আছেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরোধী ইহুদী মৌলানাগণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এমন কোন জঘন্য অপবাদ নাই যাহা এই শ্রেষ্ঠ নবীর উপর আরোপ করে নাই। অতএব হযরত মসিহ মাওউদ ঔষধরূপে আফিম ব্যবহার করিলে বর্ত্তমান জমানার নূতন সংস্করণের ইহুদীগণও পুরাণ ইহুদীদের মত অন্যায়ভাবে তাঁহাকে দোষারোপ এবং ঠাট্টা করা বিচিত্র নহে।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) নিজেই যে বলিয়াছেন এই উম্মত এবং বিশেষতঃ মৌলবী-মৌলানারা হুবহু ঈহুদীদের মত হইয়া পড়িবে। অতএব বর্ত্তমান জমানার ঈহুদী সদৃশ মৌলানাদের মসিহে মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে অযথা দোষারোপ করার আশঙ্কা কোরআন হাদীসের বিপরীত নহে। এই কথায় হযরত ইছা (আঃ)-এর উপর দোষারোপ হয় নাই, বরং ইহুদী সদৃশ মৌলানাদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; তাই তাঁহারা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

৩৩নং আপত্তি

কোরআন শরীফে আছে—٤ ما قتلو ٤ و ما صلبو

আর মীর্ষা সাহেব বলিয়াছেন—

بو قت عصر آ نجنا ب ر ا بر د ا ر کشید ند —

উত্তর

কোরআনের শব্দগুলির অর্থ—ইহুদীরা হযরত ইছা (আঃ)-কে কতল করিতে বা শূলী দ্বারা হত্যা করিতে সমর্থ হয় নাই।

অভিধানে আছে—ا لصلب قتلة معر و فة — অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট উপায়ে হত্যা করা। সুতরাং হযরত ইছা (আঃ)-কে শূলে টাঙ্গান হইয়াছিল, কিন্তু হত্যা করা হয় নাই। কাজে কাজেই এই কথা কোরআনের "কতল বা শূলি দ্বারা হত্যা করা হয় নাই" কথার বিপরীত নহে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কোরআন শরীফের কথার উপেক্ষা করিয়াছেন, ইহা এই মৌলানা সাহেবের সাদা ঝোটা।

৩৪নং আপত্তি

মীর্ষা সাহেব নিজের ওহীর বিরুদ্ধ হাদীছগুলির কোন গুরুত্ব দিতেন না।

উত্তর

হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর ছহি হাদীস আল্লার কালামের বিপরীত হইতে পারে না। আল্লার রসুল কখনও আল্লার কালামের বিপরীত কথা বলিতে পারেন না এবং বলেন নাই। অতএব কোন কোন ব্যক্তি যাহারা ভুল ভ্রান্তির সীমানা অতিক্রম করে নাই এবং معصوم من ا لخطاء মাছুম-আনিল-খাতা নহে, তাহাদের রেওয়ায়েত আল্লার কালামের বিরুদ্ধে হইলে রেওয়ায়েতকে ছহি হাদীস এবং প্রকৃত পক্ষে রসুল করিম (সাঃ)-এর কালাম বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। বস্তুতঃ খোদার কথার সঙ্গে ভ্রান্তিশীল মানুষের রেওয়ায়েতের কি তুলনা হইতে পারে?

هل ا لنقل شيئ بعد ا يما ء ر بنا
فای حد یث بعد ٤ نتخیر —

এই কবিতাতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই কথাই বলিয়াছেন। এই কথার উপর কোন স্থির-মস্তিষ্ক ঈমানদার মোসলমানের আপত্তি হইতে পারে না। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি যে-ওহি নাজিল হইয়াছে, সেই ওহিও আল্লারই কালাম। আল্লার এই কালামও ভ্রান্তিসুলভ মানুষের রেওয়াতের তুলনায় বরং সমস্ত দুনিয়ার তুলনায় অধিকতর মূল্যবান। ইহাতে যাহারা সন্দেহ করে তাহারা আল্লাহ ও আল্লার কালামের কোনই মর্যাদা বুঝে না।

কোন বাক্য আল্লার কালামের বিপরীত হইলে উহা যে রসুল করিম (সাঃ)-এর হাদিসই হইতে পারে না, এই সহজ কথাটা বুঝিবার জন্য বেশী বুদ্ধি এবং বিদ্যার দরকার করে না। (ক্রমশঃ)

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা ১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহমদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	" "
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	" "
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	" "
৫।	হোশান্না	" "
৬।	ইমাম মাহদীর আবির্ভাব	" "
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	" "
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	" "
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	" "
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	" "

প্রাপ্তিস্থান

এ টি চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাব লিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road Dacca—1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar